بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭ কার্তিক ১৪২৫
০১ নভেম্বর ২০১৮

বাণী

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ ও মানবাধিকার: জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা' শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের আয়োজন করছে জেনে আমি আনন্দিত।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। মানুষের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বারবার কারাবরণ করেছেন। ১৯৭২ সালে জাতির পিতার নেতৃত্বে যে সংবিধান প্রণীত হয় সেখানে তিনি 'গণতন্ত্র ও মানবাধিকার' রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন।

আওয়ামী লীগ সরকার দেশের জনগণের মানবাধিকার সুরক্ষায় বদ্ধপরিকর। ২০০৯ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে আমরা জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করি। আমরা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন প্রণয়ন ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করি। সরকার ইতোমধ্যে কমিশনকে ৪৮ জন জনবল প্রদান করেছে। কমিশনকে আরও শক্তিশালী করতে বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে কমিশন স্বাধীন এবং নিরপেক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছি। সংবিধান সংশোধন করে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পথ বন্ধ করেছি। আমরা সকল মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার করার মাধ্যমে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছি। জাতির পিতার হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করা হয়েছে। '৭১ এর যুদ্ধাপরাধী-মানবতাবিরোধীদের বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা(এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। এমডিজির ধারাবাহিকতায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা(এসডিজি) প্রণীত হয়েছে। এসডিজির অধিকাংশ লক্ষ্যই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানবাধিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আমি আশা করি, এ কনফারেন্স দেশী-বিদেশী মানবাধিকার কর্মী, বিশেষজ্ঞ ও উন্নয়ন সহযোগীসহ অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে মত বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করবে যা দেশের মানবাধিকার সুরক্ষা ও এসডিজি'র লক্ষ্যসমূহ অর্জনে ভূমিকা রাখবে।

আমি 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ ও মানবাধিকার: জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা' শীর্ষক এ কনফারেন্সের সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা